ইয়েমেনের বিদ্রোহী হুতী শিয়াদের আসল চেহারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ বিস্তারিত বিবরন

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ প্রফেসর ডক্টর সুলাইমান বিন সালিহ আল গুসন

এদের মৌলিক কিছু আকীদা নিম্নরূপ

১) আল্লাহর সাথে শিরক: অর্থাৎ এ মতবাদে বিশ্বাসীরা তাদের ইমামদের নিকট দুয়া করে, তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তাদের কবরে যায় হজ্জ করার উদ্দেশ্যে, তাদের কবরে তওয়াফ করে, কবর জাপটে ধরে বরকত নেয়। এরা এই সব করবকে কাবা এবং বাইতুল্লাহর চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে।

২) তারা এ দাবী করে যে, ইমামত হল দীনের একটি রোকন বা স্তম্ভ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন। তিনি ইমাম হওয়ার বিষয়টি বারো জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছেন।

৩) তারা বলে, ইমামগণ ভুল-ত্রুটির উর্দ্ধে। তারা নিষ্পাপ। তারা অদৃশ্যের সব খবর রাখেন এবং এ বিশ্বজগত পরিচালনায় তাদেরও ক্ষমতা রয়েছে।

৪) তারা মনে করে প্রতিক্ষিত ইমাম মাহদী বর্তমানে ইরাকের সিরডাপ সামুররায় আত্মগোপন করে আছে।

৫) তারা মনে করে কুরআনকে বিকৃত করা হয়েছে এবং তা অপূর্ণ।

৬) চারজন সাহাবী (আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রা.) ছাড়া সব সাহাবীকে কাফের মনে করা এবং গালাগালী করা। বিশেষ করে আবু বকর (রা.), উমর (রা.), এবং আয়েশা (রা.),কে।

৭) ‘তাকিয়া’ (চরম গোপনীয়তা রক্ষা) নীতি অবলম্বন করা। এরা আহলে সুন্নাহর প্রতি ভয়ানক শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে কিন্তু বাহ্যিক আচরণে সেটা প্রকাশ করে না।

৮) তারা বাদাআত মতবাদে বিশ্বাসী। অর্থাৎ তারা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর নিকট এমন কিছু প্রকাশিত হয় যা তিনি আগে জানতেন না। যার কারণে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।

৯) যে সব আহলে সুন্নতের লোকেরা তাদের বিরোধীতা করে তাদেরকে তারা শুধু কাফিরই মনে করে না বরং মনে করে তাদেরকে হত্যা করা এবং সম্পদ লুণ্ঠণ করা তাদের জন্য বৈধ।

১০) মুতা বিবাহ (তথা শরীয়ত সম্মত বিবাহ ছাড়া) নারী সম্ভোগ করা বৈধ।

এই হল হুতী সম্প্রদায় সম্পর্কে এবং তাদের কার্যক্রম, উৎস, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং পরিকল্পনা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আল্লাহর নিকট দুয়া করি, তিনি যেন তাদেরকে হেদায়াত দান করেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের অনিষ্ট ও ষড়যন্ত্রের কবল থেকে হেফাজত করেন। নিশ্চয় তিনি সব ব্যাপারে ক্ষমতাশীল।

صَلَّى اللهُ عَلى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه وَصِحْبِه وَسَلَّم

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4500

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন